ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وأصحابه أجمعين.

ইসলাম সর্বাঙ্গীন সুন্দর একটি ধর্ম। এখানে অসুন্দরের কোন স্থান নেই। অসুন্দরকে এড়িয়ে চলা এ মহান ধর্মের অনুসারীদের ব্রত হওয়া আবশ্যক।

বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফরয ইবাদাত নামাযের মাসায়িল নিয়ে ওলামায়ে কিরামের মাঝে চরম বিতর্ক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যা ইসলামের সৌন্দর্যকে শুধু বিনষ্টই করছে না; বরং ইসলামের ভ্রাতৃত্বের ইমারতকেই ধ্বংস করে দিচ্ছে। কোথাও কোথাও এ বিতর্ক ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারিতে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। যা খুবই দুঃখজনক।

তাই চলমান এ বিতর্ক কমিয়ে আনার সংকল্প নিয়ে নামায বিষয়ক প্রান্তিক হাদীছগুলো একত্রিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করি।

একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দলীল থাকার কারণে আমলের মাঝে ভিন্নতা তৈরী হয়েছে। আর এ ভিন্নতা নতুন কিছু নয়; বরং এটা সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর যামানায়ও ছিল। দলীলের ভিন্নতা বা দলীলের মর্ম উদ্ঘাটনে চিন্তার ভিন্নতার কারণে ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, মালেক, আহমদ ইবনু হাম্বল (র.-এর মতো মহান ব্যক্তিবর্গ একই মাসআলায় ভিন্ন ভিন্ন মতামত উপস্থাপন করেছেন। একই আমলের ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (র.) এর সাথে তাঁরই ছাত্র আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) দ্বি-মত পোষণ করে ফাতওয়া প্রদান করেছেন। এ বিষয়টি তারা স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেছেন এবং এ কারণে তাঁদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসারও কমতি হয়নি। তাঁদের মাঝে ছিল না কোন কাদা ছোড়াছুড়িও। বিভিন্ন বিষয়ে আলিমগণের মাঝে মতান্তর ছিল কিন্তু মনান্তর ছিল না।

এ বইতে আমি নামাযের মাসায়িল সংক্রান্ত হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে হাদীছের সনদ যাচাইকে প্রাধান্য দেইনি। তবে জেনে শুনে কোন জাল হাদীছ এ বইতে সংকলন করিনি। সহীহ, হাছান ও জঈফসহ হাদীছ হিসেবে সাব্যস্ত এমন সকল পর্যায়ের হাদীছ এখানে সংকলন করেছি। কেননা একই হাদীছকে কোন মুহাদ্দিস জঈফ বলেছেন, আবার কোন মুহাদ্দিস হাছান বা সহীহ বলে মতামত ব্যক্ত

সূচীপত্র

- আযানের প্রচলন হয় যেভাবে ॥ ১৩
- আযান ও ইকামাতের বাক্যসমূহ ॥ ১৬
- আযানের জবাব দেয়ার নিয়ম ॥ ২০
- মুয়ায্যিন যা বলে তার অনুরূপ বলা ॥ ২০
- আযানের জবাবের শব্দাবলী ॥ ২১
- আযানের জবাব দেয়ার পর দরূদ পড়া সুন্নাহ ॥ ২২
- আযানের শেষে দু'আ পড়া ও তাতে হাত উত্তোলন করা ॥ ২৩
- আযানের দু'আ ॥ ২৩
- আযানের ফযীলত ॥ ২৫
- ইকামাত দেয়ার অধিক হকদার কে? ॥ ২৫
- আযান দেয়ার সময় কানে আঙ্গুল দেয়া ॥ ২৬
- মুসাফিরের আযান ও ইকামাত ॥ ২৭
- উযু ব্যতীত আযান দেয়া ॥ ২৭
- দাঁড়িয়ে আযান দেয়া ॥ ২৮
- আযান শুনে শয়তানের পলায়ন ॥ ২৮
- ইকামাতের সময় মুসল্লিগণ কখন দাঁড়াবে? ॥ ২৯
- নারীদের আযান দেয়ার বিধান ॥ ৩১
- নিয়্যাত করা ॥ ৩২
- কিবলামুখী হওয়া ॥ ৩২
- দাঁড়িয়ে, বসে বা শুয়ে নামায পড়া ॥ ৩৩
- নামাযে দু'পা একত্র করে দাঁড়ানো ॥ ৩৬
- নামায অবস্থায় চোখ যেখানে থাকবে ॥ ৩৬
- তাকবীর বলে নামায শুরু করা ॥ ৩৭

❖ তাকবীর বলার সময় হাত যে পর্যন্ত উঠবে ॥ ৩৮
❖ তাকবীর বলার সময় হাতের অবস্থা ॥ ৩৮
❖ নামাযে হাত বাঁধার স্থান ॥ ৩৯
❖ বিভিন্ন প্রকার ছানা ॥ ৪২
❖ কিরাআতের শুরুতে আউযু বিল্লাহ পড়া ॥ ৪৪
❖ বিসমিল্লাহ পড়া ॥ ৪৫
❖ সূরা ফাতিহা পড়া এবং পড়ার পদ্ধতি ॥ ৪৬
❖ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে কি-না? ॥ ৪৭
❖ আমীন বলা, সশব্দে– নাকি নিঃশব্দে? ॥ ৫১
❖ সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পাঠ করা ॥ ৫৪
❖ রুকুর সময় তাকবীর বলা ॥ ৫৫
❖ রুকু করার সময় রফউল ইয়াদাইন (হাত উত্তোলন) করা বা না করা ॥ ৫৬
❖ রুকুতে হাঁটু জড়িয়ে ধরা ও আঙ্গুল ফাঁক করা ॥ ৫৮
❖ রুকুতে বগল পৃথক রাখা ॥ ৫৯
❖ রুকু অবস্থায় পিঠ সোজা রাখা ॥ ৫৯
❖ রুকুতে যা পড়তে হবে ॥ ৬০
❖ রুকু ও সাজদায় কুরআন পাঠ করা নিষেধ ॥ ৬২
❖ রুকু থেকে উঠার সময় এবং উঠে দাঁড়িয়ে যা পড়তে হবে ॥ ৬৩
❖ রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো ॥ ৬৫
❖ সাজদার ফযীলত ও সাজদায় দু'আ করা ॥ ৬৬
❖ সাজদার জন্য তাকবীর বলা ॥ ৬৭
❖ সাজদার সময় হাত উঠানো (রফউল ইদাইন) ॥ ৬৮
❖ সাজদাহ করার পদ্ধতি ॥ ৬৮
❖ সাজদায় হাত বিছিয়ে দেয়া যাবে না ॥ ৬৯
❖ সাজদায় চেহারা কোথায় থাকবে? ॥ ৭১

❖ সাজদায় যাওয়ার সময় আগে যে অঙ্গ জমিনে রাখতে হবে ॥ ৭১
❖ সাজদার দু'আ ও তাসবীহ ॥ ৭২
❖ দুই সাজদার মাঝখানে কিছু সময় বসা ॥ ৭৩
❖ দুই সাজদার মাঝখানে পঠিত দু'আ ॥ ৭৪
❖ জলসায়ে ইস্তেরা-হা (বেজোড় রাক'আতে কিছুক্ষণ বসা) ॥ ৭৬
❖ সাজদাহ অবস্থায় দু'পা যেভাবে থাকবে ॥ ৭৮
❖ তাশাহহুদে বসার নিয়মসমূহ ॥ ৭৯
❖ তাশাহহুদের বৈঠকে হাত কোথায় এবং কিভাবে রাখতে হবে? ॥ ৮০
❖ তাশাহহুদের বৈঠকে দৃষ্টি যেখানে থাকবে ॥ ৮৪
❖ তাশাহহুদের প্রথম বৈঠক সংক্ষিপ্ত হবে ॥ ৮৫
❖ তাশাহহুদ কয় ভাবে ও কিভাবে পড়তে হয়? ॥ ৮৫
❖ শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর দুরূদ ও দু'আ পড়া ॥ ৮৬
❖ দু'আ মাছুরা নির্ধারিত নয় ॥ ৮৯
❖ সালাম কতবার ও কিভাবে ফিরাতে হয়? ॥ ৯১
❖ সালাম ফিরানোর পর ইমামের করণীয় ॥ ৯৪
❖ সালাম ফিরানোর পর সুন্নাহ যিকিরসমূহ ॥ ৯৫
❖ নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাওয়া নিষেধ ॥ ৯৯
❖ সুতরার পরিমাণ ॥ ১০০
❖ সুতরাহ কতটুকু দূরে রাখতে হবে ॥ ১০০
❖ সুতরাহ না পাওয়া গেলে যা করতে হবে ॥ ১০১
❖ ইমামের সুতরাহ মুসল্লিদের সুতরাহ হিসেবে গণ্য হবে ॥ ১০২
❖ তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে ইমাম যা বলবেন ॥ ১০৩
❖ নামাযে কাতার সোজা করার গুরুত্ব ॥ ১০৪
❖ মুসল্লিদের পারস্পরিক দু'পায়ের মাঝে কতটুকু ফাঁক থাকবে? ॥ ১০৫
❖ প্রথম কাতারের মর্যাদা ॥ ১০৭

- প্রথম কাতার খালি রেখে দ্বিতীয় কাতারে না দাঁড়ানো ॥ ১০৮
- মুকতাদী একজন হলে যেখানে দাঁড়াবে ॥ ১০৯
- মহিলাদের কাতার যেখানে হবে ॥ ১০৯
- প্রাত্যহিক সুন্নাত নামায মোট কত রাক'আত? ॥ ১১০
- ফজরের পূর্বে দুই রাক'আত সুন্নাত এবং তার গুরুত্ব ॥ ১১১
- যুহরের পূর্বে ও পরে চার রাক'আত করে সুন্নাত ॥ ১১২
- আসরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত ॥ ১১২
- জামা'আত চলা অবস্থায় সুন্নাত নামায পড়া যাবে কি-না? ॥ ১১৩
- ফজরের সুন্নাত ছুটে গেলে তা কখন আদায় করতে হবে? ॥ ১১৬
- মাগরিবের ফরযের পূর্বে দু'রাক'আত নফল নামায আছে কি-না? ॥ ১১৭
- সাহু সাজদাহ দেয়ার কারণ ॥ ১২০
- সাহু সাজদাহ করার নিয়মসমূহ ॥ ১২০
- কাযা নামাযের আযান ও ইকামাত ॥ ১২৪
- কাযা নামায জামা'আতে আদায় করা ॥ ১২৫
- নামাযের কথা ভুলে গেলে কখন পড়তে হবে? ॥ ১২৬
- নামায আদায় না করে ঘুমিয়ে গেলে কখন পড়তে হবে? ॥ ১২৬
- ঘুমিয়ে নামায কাযা করা ভালো স্বভাব নয় ॥ ১২৭
- জামা'আতে নামায আদায়ের গুরুত্ব ॥ ১২৮
- জামা'আত ত্যাগের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি ॥ ১২৮
- ইমামের অনুসরণ করা আবশ্যক ॥ ১৩০
- ইমামতির অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি কে? ॥ ১৩১
- মানুষ যে ইমামকে পছন্দ করে না, তার ইমামতি করা উচিৎ কি-না? ॥ ১৩২
- ফরয নামাযের প্রথম ও শেষ ওয়াক্ত ॥ ১৩২
- ফজরের নামাযের প্রথম ও শেষ ওয়াক্ত ॥ ১৩২
- যুহরের নামাযের প্রথম ও শেষ ওয়াক্ত ॥ ১৩৫

❖ আসরের নামাযের প্রথম ও শেষ ওয়াক্ত ॥ ১৩৬
❖ মাগরিবের নামাযের প্রথম ও শেষ ওয়াক্ত ॥ ১৩৮
❖ ইশার নামাযের প্রথম ও শেষ ওয়াক্ত ॥ ১৩৯
❖ সফর কালে নামায কসর করা ॥ ১৪১
❖ কত দিন পর্যন্ত কসর করা যায়? ॥ ১৪২
❖ মুসাফির কতটুকু দূরত্বে গেলে কসর করবে? ॥ ১৪৩
❖ সফরে সুন্নাত নামায পড়তে হবে কি-না? ॥ ১৪৬
❖ সফরে ফজরের নামাযের সুন্নাত পড়তে হবে কি-না? ॥ ১৪৭
❖ সফরে যুহরের সুন্নাত হবে কি-না? ॥ ১৪৯
❖ সফরে তাহাজ্জুদ ও বিতর পড়তে হবে কি-না? ॥ ১৪৯
❖ সফরে দুই ওয়াক্তের নামাযকে এক সাথে আদায় করা ॥ ১৫০
❖ সফরে দু'ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করার পদ্ধতি ॥ ১৫২
❖ মহিলাদের নামায ॥ ১৫৫
❖ মহিলাদের নামাযের উত্তম স্থান কোনটি? ॥ ১৫৫
❖ মহিলারা মাসজিদে যেতে পারবে কি-না? ॥ ১৫৬
❖ মহিলাদের ইমামতির বিধান ॥ ১৫৭
❖ ইমামতির সময় মহিলা কোথায় দাঁড়াবে? ॥ ১৫৮
❖ নারী-পুরুষের নামাযে পার্থক্য আছে কি-না? ॥ ১৫৮
❖ মাসজিদে প্রবেশ করে সরাসরি বসা যাবে কি-না? ॥ ১৬২
❖ বিতর নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত ॥ ১৬৩
❖ বিতর নামাযের প্রথম ও শেষ ওয়াক্ত ॥ ১৬৪
❖ বিতর নামায কত রাক'আত? ॥ ১৬৬
❖ দু'আ কুনূত কখন পড়তে হবে, রুকুর আগে না-কি পরে? ॥ ১৬৮
❖ দু'আ কুনূত কী কী? ॥ ১৭০
❖ বিতর নামায পড়ার নিয়মসমূহ ॥ ১৭১

❖ দু'আ কুনূতের আগে তাকবীর বলা এবং হাত উত্তোলন করা ॥ ১৭৫
❖ দু'আ কুনূতে দু'হাত উত্তোলন করে দু'আ করা ॥ ১৭৫
❖ বিতর নামায কাযা আদায় করার পদ্ধতি ॥ ১৭৬
❖ বিতর নামাযের শেষ করে যা পড়তে হয় ॥ ১৭৭
❖ সফর অবস্থায় বিতর নামায পড়তে হবে কি-না? ॥ ১৭৭
❖ অন্যান্য নামাযে দু'আ কুনূত পাঠ করা ॥ ১৭৮
❖ নামায সংশ্লিষ্ট মৌলিক কতিপয় মৌলিক মাসায়িল ॥ ১৭৮
❖ নামাযের ভিতরে এদিক সেদিক তাকানো ॥ ১৭৮
❖ জুতা পায়ে রেখে নামায পড়া ॥ ১৮০
❖ যেসব জায়গায় নামায আদায় করা নিষেধ ॥ ১৮১
❖ মাসজিদে কারো জন্য নামাযের স্থান নির্দিষ্ট করা ॥ ১৮২
❖ তাড়াহুড়া করে জামা'আতে শরীক না হওয়া ॥ ১৮৩
❖ যানবাহনের উপর নামায পড়ার হুকুম ॥ ১৮৩
❖ নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য যতটুকু কাপড় জরুরী ॥ ১৮৫
❖ ওড়না ছাড়া মহিলাদের নামায আদায় করার বিধান ॥ ১৮৬
❖ ইমামের ভুল হলে মুক্তাদিদের করণীয় ॥ ১৮৬
❖ নামাযের নিষিদ্ধ সময় ॥ ১৮৭
❖ বাচ্চাদের নামায শিখানোর নির্দেশ ॥ ১৮৮
❖ বাচ্চা কাঁধে নিয়ে নামায আদায় করা ॥ ১৮৮
❖ মাসজিদে দ্বিতীয় জামা'আত করার বিধান ॥ ১৮৯
❖ একাকী নামায আদায়ের পর আবার জামা'আতে নামায পড়া ॥ ১৯১
❖ জুমু'আর নামায ॥ ১৯২
❖ জুমু'আর দিনের মর্যাদা ॥ ১৯২
❖ জুমু'আর দিন গোসল, মিসওয়াক ও সুগন্ধি ব্যবহার করা ॥ ১৯৩
❖ জুমু'আর দিনে দু'আ কবুলের বিশেষ মুহূর্ত ॥ ১৯৪

আযানের প্রচলন হয় যেভাবে

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ فَيَتَحَيَّنُوْنَ الصَّلٰوةَ لَيْسَ يُنَادٰى لَهَا فَتَكَلَّمُوْا يَوْمًا فِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِتَّخِذُوْا نَاقُوْسًا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارٰى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ بُوْقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ عُمَرُ اَوَلَا تَبْعَثُوْنَ رَجُلًا يُنَادِىْ بِالصَّلٰوةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلٰوةِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– মুসলমানগণ মদীনায় আগমন করার পর নামাযের সময়কে অনুমান করে মসজিদে একত্রিত হতেন। সে সময় নামাযের জন্য আহ্বান করা হত না। একদিন তাঁরা এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। কিছু সংখ্যক সাহাবী বললেন, নাসারাদের মতো ঘণ্টা বানিয়ে নাও। অপর কয়েকজন মত প্রকাশ করলেন, না, তা নয়; বরং ইয়াহুদীদের শিঙ্গার মতো শিঙ্গা বানিয়ে নাও। এ সময় ওমর (রা.) বললেন : তোমরা একজন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে দাও না কেন? সে নামাযের সময় লোকদেরকে আহ্বান করবে। তখন রাসূল (সা.) বললেন, হে বিলাল! দাঁড়াও। নামাযের জন্য আহ্বান কর'।[১]

عَنْ اَبِىْ عُمَيْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ اِهْتَمَّ النَّبِىُّ ﷺ لِلصَّلَاةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا فَقِيْلَ لَهُ انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُوْرِ الصَّلَاةِ فَاِذَا رَاَوْهَا اٰذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذٰلِكَ قَالَ فَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعُ يَعْنِى الشَّبُّوْرَ وَقَالَ زِيَادٌ شَبُّوْرَ الْيَهُوْدِ قَالَ فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوْسُ فَقَالَ هُوَ مِنْ اَمْرِ النَّصَارٰى. فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ

---

১. বুখারী, আস সহীহ, হা-৫৬৯; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৩৬

'আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমরা যখন আযান শুন, তখন মুয়ায্যিন যা কিছু বলে তোমরাও তাই বলবে'।[১০]

আযানের জবাবের শব্দাবলী

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ فَقَالَ اَحَدُكُمْ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ إِلَّا اللهُ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَالَ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ قَالَ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا اِلٰهَ إِلَّا اللهُ قَالَ لَا اِلٰهَ إِلَّا اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

'ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : মুয়ায্যিন যখন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে তোমাদের কোন ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে তার উত্তরে বলে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। যখন মুয়ায্যিন বলে, আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ– এর উত্তরে সেও বলে, আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; অত:পর মুয়ায্যিন বলে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ-এর উত্তরে সে বলে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। অত:পর মুয়ায্যিন বলে হাইয়্যা আলাছ ছালাহ-এর উত্তরে সে বলে, লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ; অত:পর মুয়ায্যিন বলে হাইয়্যা আলাল ফালাহ-এর জবাবে সে বলে, লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। অত:পর মুয়ায্যিন বলে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার-এর

---

১০. বুখারী, আস সহীহ, হা- ৫৭৬; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৪৭; তিরমিযী, আস সুনান, হা-১৯৯

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا.

'সাঈদ ইবনু সাম'আন (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা.) কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, **তখন নিজের উভয় হাত খাড়া করে উপরে তুলতেন'**।[৪৯]

নামাযে হাত বাঁধার স্থান

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ اَنْ يَّضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنٰى عَلٰى ذِرَاعِهِ الْيُسْرٰى فِى الصَّلٰوةِ وَقَالَ اَبُوْ حَازِمٍ لَا اَعْلَمُهُ اِلَّا يُنْمِىْ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ.

'সাহল ইবনু সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হত যে নামাযে প্রত্যেকে **ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখবে**। আবু হাযেম বলেছেন, এ কাজটিকে আমি নবী (সা.) এর কাজ বলেই জানি'।[৫০]

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى.

'ওয়াইল ইবনু হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা.) কে দেখেছেন **ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখতে'**।[৫১]

عَنْ طَاؤُسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلٰى صَدْرِهِ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ.

---

৪৯. তিরমিযী, আস সুনান, হা-২৩৯

৫০. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৪০; মালিক, আল মুয়াত্তা, হা-৩৬৫

৫১. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৯১